

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় সৈয়দ শামসুল হক

প্রশ্ন ▶ ১ “বন্ধু তোমার ছাড়া উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্র
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত
মৃত শত্রুকে হানো স্রোত বুঝে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোলা ধান বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারি গান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।”
সুকান্ত ভট্টাচার্য এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করার জন্য
মহামানবকে আহ্বান জানিয়েছেন— ‘হে মহামানব, একবার
এসো ফিরে’...

[ঢা.বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল? ১
খ. ‘যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের কবিতাটির সাথে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’
কবিতার কোন বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা করো। ৩
ঘ. ‘উদ্দীপকের কবি যে কারণে মহামানবের আবির্ভাব কামনা
করেন সৈয়দ শামসুল হকও একই কারণে নূরলদীনের
পুনরাবির্ভাব কামনা করেন’— আলোচনা করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নূরলদীনের বাড়ি ছিল রংপুরে।

খ ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কবি এদেশের মানুষের
সমৃদ্ধ জীবনযাপনের স্বপ্ন নস্যাত্ব হয়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য
দিয়ে একটি শোষণমুক্ত ও সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেছিল বাংলার মানুষ।
কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিমা শাসকেরা পূর্বপাকিস্তান
তথা বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। তারা বাঙালিদের ভাষা,
সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে আগ্রাসন চালায়।
তাদের বর্বরোচিত আক্রমণে স্বজনের রক্তে ভেসেছিল বাংলার মাটি।
এভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার বিষয়টিকেই স্বপ্ন লুট
হওয়ার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন কবি।

গ অশুভশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানের
দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার
সাদৃশ্য রয়েছে।

নূরলদীন একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহস
ও বীরত্বের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তাঁর এ প্রতিবাদী চেতনা
যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষকে মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাঙালির
জাতীয় জীবনে নূরলদীনের মতো বিপ্লবীর প্রভাব তাই অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকে বাঙালির সংগ্রামী চেতনার কথা বলা হয়েছে। তিতুমীর, সূর্যসেন,
প্রীতিলতা, বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতা দুঃসময়ে জাতিকে
মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনও তেমনই এক
ব্যক্তিত্ব। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী
আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অসামান্য প্রতিবাদী চেতনা
নিয়ে তিনি বাঙালিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। নিপীড়িত কৃষক
সমাজকে দেখিয়েছিলেন আশা ও সম্ভাবনার পথ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর এ
আহ্বান উদ্দীপকের কবিতাংশেও একইভাবে বিদ্যুৎ হয়েছে। কবি এখানে
শোষিত ও বঞ্চিত জনতাকে সকল দ্বিধা ও জড়তা কাটিয়ে শোষক শ্রেণিকে
প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এদিক থেকে
উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার
সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ পাঠ্য কবিতায় সমকালীন সব আন্দোলন-সংগ্রামে প্রতিবাদী চেতনার
ধারক হিসেবে নূরলদীনের কথা স্মরণ করেছেন কবি।

‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কবি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে
নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে
দিয়েছেন। কেননা, গণমানুষের দুঃসময়ে এ ধরনের মানুষের প্রেরণা নিয়েই
সামনে এগিয়ে যায় জাতি। বস্তুত, এ কবিতায় নূরলদীন প্রতিবাদের চিরায়ত
প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছেন।

উদ্দীপকে এমন একজন মহামানবের কথা বলা হয়েছে, যিনি দুঃসময়ে
জাতিকে মুক্তির পথ দেখাবেন। যুগ যুগ ধরে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের
ইতিহাসে এ ধরনের আত্মত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য।
তাঁদের প্রেরণাতেই যুগে যুগে এদেশের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার
হয়েছে। অন্যদিকে, আলোচ্য কবিতাটিতে সকল অন্যায়-অত্যাচারের
বিরুদ্ধে নূরলদীনকে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রেরণার উৎস হিসেবে।
বাঙালি জাতিকে জেগে উঠতে বলা হয়েছে নূরলদীনের সংগ্রামী চেতনায়।

জাতির ক্রান্তিকালে মানবদরদি মানুষেরাই এগিয়ে আসেন পথ দেখাতে।
একসময় কৃষকনেতা নূরলদীন যেমন এগিয়ে এসেছিলেন তেমনই ১৯৭১-এ
এসেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁরা এদেশকে শত্রুসেনার আবাসে পরিণত হতে
দেননি। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাখে শহিদের রক্তের
প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তাঁরা। তিতুমীর, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বঙ্গাবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতাও বৈরী সময়ে দেশের প্রয়োজনে কান্ডারি হিসেবে
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুগে যুগে এমন মানুষেরাই নিপীড়িত মানুষকে অন্যায়ের
বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা জুগিয়েছেন। আর তাই, আলোচ্য উদ্দীপকে এ
বিশ্বকে শিশুদের বসবাস-উপযোগী করার জন্য একজন মহামানবের আগমন
প্রত্যাশা করেছেন কবি। একইভাবে সমকালীন আন্দোলন-সংগ্রামে প্রতিবাদী
চেতনার ধারক হিসেবে নূরলদীনের কথা কবি স্মরণ করেছেন। তাঁরা উভয়েই
শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবীর প্রত্যাশায় সুযোগ্য নেতৃত্বের স্মরণ
করেছেন। সে বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারুণ নির্বিকার,
সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,
ব্র্যাকআউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি;
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হ’য়ে
নিজেদের ঘরে।

[রা.বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. কত বঙ্গাব্দে নূরলদীন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন? ১
খ. ‘পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়’ বলতে কী
বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার
চেতনাগত সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার মূল
বিষয় কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ১১৮৯ বঙ্গাব্দে নূরলদীন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

খ নূরলদীনের ডাকে বিপ্লবের গণজোয়ার সৃষ্টি হওয়ার অবস্থাকে
বোঝানো হয়েছে।

কৃষক নেতা নূরলদীন ১১৮৯ বঙ্গাব্দে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এদেশের
কৃষকদের বিদ্রোহ করতে আহ্বান করেছিলেন। নূরলদীনের ডাকে অবাগা
মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দিয়েছিল সকল অন্যায়।
আজও জাতীয় সংকটে দেশবাসী তাঁর মতো বীরের জীবনী ও কর্মকে স্মরণ

করে উজ্জীবিত হয়। কবিও মনে করেন, যখন দালালের আলখান্নায় দেশ ছেয়ে গেছে, তখন নূরলদীন হয়তো আবারও বিপ্লবের ডাক দেবেন। আর সেই ডাক পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সকল অন্যায়। প্রণোক্ত চরণে একথাই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় অধিকার আদায়ে মেহনতি মানুষের জেগে ওঠার প্রত্যয়ের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি জাতির দুর্দিনে নূরলদীনের মতো নেতার আগমন প্রত্যাশা করেছেন। কারণ, তাঁর আগমনে অভাগা মানুষগুলো আবার জেগে উঠবে বলে তিনি মনে করেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত থেকে দীর্ঘ নয় মাস বাংলাদেশ মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়। দালালের আলখান্নায় আবৃত শকুনে ছেয়ে যায় দেশ। তখন কবির মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনের কথা। কেননা, নূরলদীন একদিন ব্রিটিশদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে কৃষকদের ঐক্যবন্ধ করতে পেরেছিলেন। উদ্দীপকেও সাদৃশ্যপূর্ণভাবে প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির চেতনায় সংগ্রামী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। কবির কল্পনায় বাংলার নিসর্গও আবির্ভূত হয়েছে একজন সপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধার বেশে। আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে প্রকৃতির মাঝেও ধ্বনিত হয়েছে বিদ্রোহের সুর। অন্যদিকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় দেখা যায় বারবার নূরলদীনের মতো সংগ্রামী নেতার আগমনকে প্রত্যাশা করা হয়েছে। কেননা নূরলদীনের ডাকে সাড়া দিয়েই শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছিল। তাই নূরলদীনের আগমন এত বেশি কাম্য। নূরলদীনের এই সংগ্রামী চেতনাই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় উক্ত কবিতাংশের কবির চেতনায়।

ঘ 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে নূরলদীনের মতো সাহসী নেতাকে আত্মহান করা হয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার মূল বিষয়।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি বারবার নূরলদীনের আগমন কামনা করেছেন। কেননা, আমাদের বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আগমন আবশ্যিক। কবি মনে করেন, নূরলদীনের মতো সাহসী মানুষই আমাদের স্বপ্নগুলোকে রূপায়িত করতে পারবে।

উদ্দীপকের কবির কল্পনায় বাংলার নিসর্গও আবির্ভূত হয়েছে একজন সপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধার বেশে। আক্রান্ত স্বদেশ নিজেই এই কবিতায় এক সাহসী যোদ্ধা। সে প্রাকৃতিক কৌশলে তার সহযোগীদের যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে। শত্রুর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে অলঙ্ঘনীয় প্রতিরোধ। যেমনটি লক্ষ করা যায় নূরলদীন কর্তৃক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবন্ধ করার আত্মহানে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের আগমন বলতে বোঝানো হয়েছে নূরলদীনের মতো সাহসী কোনো ব্যক্তির আগমন। কেননা, জাতীয় সমস্যার সমাধানে নূরলদীনের মতো সাহসী নেতা এদেশবাসীর অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই কবি তাঁর মতো ব্যক্তির আবির্ভাব বারবার কামনা করেছেন। কেননা, অভাগা মানুষগুলোর ভাগ্য পরিবর্তনে এমনকি স্বপ্ন পূরণে তাঁর আসাটা অত্যন্ত জরুরি। তেমনি উদ্দীপকের কবি স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য প্রকৃতির সহায়ক ভূমিকাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সর্বোপরি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দ্বারা সকল অন্যায়কে ধ্বংস করে স্বাধীনতা অর্জনই উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার মূল বিষয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার মূল বিষয় সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩ দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী হতে চলল। আজও ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা থেকে মুক্তি মেলেনি। আজও পাহাড়ি-বাঙালি সংকট আমাদের স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের অন্তরায়। এই অন্তরায় অতিক্রম করে দেশকে আলোকিত করতে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। যে নেতৃত্ব আনবে সেই আলোর স্বর্ণাধারা। যেমনটি এনেছিলেন ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭। দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর। প্রশ্ন নম্বর-৭।

- ক. 'নিলক্ষা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের আদর্শ"— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নিলক্ষা' শব্দের অর্থ— 'দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী'।

খ উদ্ভূত পঙ্ক্তিতে 'শকুন' বলতে স্বাধীনতাবিরোধী দালাল এবং পাক হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন, বাকস্বাধীনতা, স্বপ্ন যারা হরণ করে নেয় কবি তাদের শকুন বলে আখ্যায়িত করেছেন। যখন বাংলায় শকুনরূপী এ অশুভ শক্তি নেমে আসে, কবি তখন মনে করেন সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনের কথা।

গ যোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকাই উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

আলোচ্য কবিতায় বলা হয়েছে নূরলদীনের কথা, যিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক সাহসী নেতা। কবির শিল্পভাষ্যে নূরলদীন এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাঁকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। অধিকার আদায়ের জন্য নূরলদীনের মতো নেতা এভাবেই যুগে যুগে বাংলার মানুষকে প্রেরণা জোগাবেন, এটাই কবির প্রত্যাশা।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের পথে একাধিক অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে এসব সমস্যার নিরসনে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তেমনি এ সমস্যার সমাধানেও চাই তাঁরই মতো সুদৃঢ় নেতৃত্ব। পাঠ্য কবিতায় যোগ্য নেতৃত্ব হিসেবে বলা হয়েছে নূরলদীনের কথা। নূরলদীনের ডাকে রংপুর অঞ্চলের মানুষ যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল, তেমনি বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জেগে উঠেছিল মুক্তিসেনারাও। এভাবে স্বাধীনতা অর্জন ও তাকে সার্থক করে তোলার জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি ইজিত করা হয়েছে উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়, যা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ "উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের আদর্শ"— উক্তিটি যথার্থ।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। ইতিহাসের পাতায় লেখা তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর পরাধীন মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জোগায়। তাঁর সাহসী চেতনা সবার জন্য অনুসরণীয়।

উদ্দীপকে স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বলা হয়েছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বেই বাংলার মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এদিকে আলোচ্য কবিতায় বলা হয়েছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা নূরলদীনের কথা। মুক্তিকামী মানুষের অধিকার চেতনায় তিনি ছিলেন ভাস্বর।

পাঠ্য কবিতার নূরলদীন ও উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে একই আদর্শে উজ্জীবিত। দুজনেই পরাধীন মানুষকে শোষণমুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মানুষের চোখে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নূরলদীন ব্রিটিশদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। আর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন। স্থান, কাল ও শত্রুপক্ষ ভিন্ন হলেও নূরলদীন ও বঙ্গবন্ধু উভয়েই অধিকার আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রামী হতে ও লড়াই করতে শিখিয়েছেন। তাই বলা যায়, প্রণোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৮: 'নেলসন ম্যান্ডেলা তুমি'— সংগ্রামী চেতনা উজ্জীবিত করা গানের একটি কলি। গানটির লক্ষ্য কিংবদন্তি নায়ক নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষের মুক্তির প্রতীক। তিনি সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের এক লড়াকু সৈনিক। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় গণমানুষের আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে তাঁকে জেলে পাঠায়; কিন্তু জনতার সংগ্রাম থেমে থাকেনি। কালোদের স্বপ্ন চুরমার ও অধিকার লুপ্ত হওয়ার রক্তাক্ত প্রতিবাদে তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেবল ম্যান্ডেলার ছবি। সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের চাপে একসময় তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। আফ্রিকার মানুষের ভালোবাসা আর মমত্ববোধে তিনি চির অমর হয়ে আছেন।

(সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. নুরলদীনের বাড়ি কোথায়? ১
- খ. 'পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের 'স্বপ্ন চুরমার', 'অধিকার লুপ্ত' ও 'রক্তাক্ত প্রতিবাদ' প্রসঙ্গ 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কোন কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?—তুলে ধরো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা ও 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নুরলদীন দুজনেই সংগ্রামী জনতার শাস্ত্র মুক্তির প্রতীক"— যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নুরলদীনের বাড়ি ছিল রংপুরে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের প্রসঙ্গগুলো 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বর্ণিত দখলদার বাহিনীর নির্যাতন এবং তার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচ্য কবিতায় কবি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নুরলদীনের সাহস ও কোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিলিয়েছেন বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে। বাংলা যখন অত্যাচারী শাসকের নির্মমতায় নিষ্পেষিত হচ্ছিল, তখন কৃষকনেতা নুরলদীনের ডাকে জেগে উঠেছিল সাধারণ মানুষ। তাঁর এমন সাহসী চেতনাই পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্দোলনে বাঙালিকে প্রেরণা জুগিয়েছে। উদ্দীপকের বস্তব্যে এ বিষয়টিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন চুরমার হয়। লুপ্ত হয় মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা পাওয়ার অধিকার। ফলে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো বেছে নেয় প্রতিবাদের পথ। উদ্দীপকের 'স্বপ্ন চুরমার' কথাটি আলোচ্য কবিতায় 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়' চরণটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে, 'অধিকার লুপ্ত' কথাটি এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর দখলদারদের নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তেমনি 'রক্তাক্ত প্রতিবাদ' কথাটি কবিতায় বর্ণিত 'অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার আশায়' চরণটির কথা মনে করিয়ে দেয়। এভাবে উদ্দীপকে ব্যবহৃত শব্দগুলো 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা ও 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নুরলদীন দুজনেই সংগ্রামী জনতার শাস্ত্র মুক্তির প্রতীক"— মন্তব্যটি যথার্থ। কেননা তাঁরা দুজনেই গণমানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন।

নুরলদীন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একজন সাহসী কৃষক নেতা। তাঁর ডাকে একদিন কৃষক-জনতা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। কবির কাব্যচেতনায় এই নুরলদীন এক অবিনাশী প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হন। কবি মনে করেন, সংগ্রামী জনতার শাস্ত্র মুক্তির প্রতীক হিসেবে নুরলদীন বাংলার মানুষকে আবার জেগে ওঠার আহ্বান জানাবেন।

উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের অধিকারের জন্যে চিরকাল সংগ্রাম করেছেন। সেজন্যে তাঁকে দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও তাঁর প্রেরণা কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে মুক্তির আহ্বান হিসেবে ধরা দিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বেই আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো দীর্ঘ সংগ্রামের পর ফিরে পেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার।

নেলসন ম্যান্ডেলা কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছিলেন বলেই আজও তাদের কাছে শাস্ত্র মুক্তির প্রতীক হয়ে আছেন। কালো মানুষদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি নতুন যুগের সূচনা করতে পেরেছিলেন। 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নুরলদীনও গণমানুষের অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক দেন। যখন মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল তখনই নুরলদীন সমবেত সংগ্রামের আহ্বান জানান। নেলসন ম্যান্ডেলা এবং নুরলদীন উভয়েই তাঁদের কর্মের দ্বারা সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আর তাই উদ্দীপক ও 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আলোকে প্রয়োক্ত উক্তিটি যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ৯: প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পদ্মাতীরবর্তী সোনাখালী গ্রাম। খাদ্য সংকট ও রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে কাজ করার চেষ্টা করছে কয়েকজন তরুণ। তাদের সকলেরই মনে পড়ে এলাকার প্রিয় মুখ প্রয়াত গফুর সাহেবের কথা। এলাকার মানুষের যেকোনো বিপদে সবাইকে ঐক্যবন্ধ করে সাহসিকতার সাথে বিপদ মোকাবিলায় গফুর সাহেবের তুলনা ছিল না। এখনো তাই প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যেকোনো সমস্যা মোকাবিলায় গফুর সাহেব প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন।

(সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৬; নিউ গজ, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নম্বর-৪)

- ক. 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কত হাজার লোকালয়ের উল্লেখ আছে? ১
- খ. 'নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার।'— বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের গফুর সাহেবের সাথে 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নুরলদীনের তুলনা করো। ৩
- ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মানবকল্যাণের বৃহত্তর চেতনায় উদ্দীপক ও 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা অভিন্ন অর্থবহ।"— তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় উনসত্তর হাজার লোকালয়ের উল্লেখ আছে।

খ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা বোঝাতে ক্ষেত, মাঠ, নদী, বীজ, সংসার প্রভৃতি নষ্টের কথা বলা হয়েছে।

বিরুদ্ধ শক্তির আগ্রাসন যখন চারিদিক গ্রাস করে নিয়েছে তখন কবির কাছে সবকিছু অসহ্য মনে হয়। বাংলার অব্যাহত ক্ষেত, মাঠ, নদী, সমাজ-সংসার সবকিছুর ওপরই এই পরাশক্তির প্রভাব। কবি দেখতে পান এই প্রভাবে সকল কিছুই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে সুন্দর পরিবেশ। সংসারে মানুষের মাঝে বাড়ছে কষ্ট, অশান্তি। তাই কবি, ক্ষেত, মাঠ, নদী, বীজ, সংসার সবকিছুকে নষ্ট বলেছেন।

গ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎসস্বল হিসেবে 'নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নুরলদীন এবং উদ্দীপকের গফুর সাহেব তুলনীয়।

সংগ্রামী মানুষের কাছে নুরলদীন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৭৮২ সালে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষক নেতা তিনি। তাঁর সাহসিকতার কারণে বাংলার মানুষের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎসস্বল হিসেবে বিবেচিত। তাই তো যখন দেশে শকুনরূপী শাসক অত্যাচার চালায়, দালালের অলংকার্য ডেকে যায় দেশ তখন আমাদের নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়। কবি প্রত্যাশা করেছেন আবারও একদিন বাঙালি জনতাকে জাগিয়ে তুলতে তিনি ডাক দেবেন, বলবেন— 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?'

উদ্দীপকে গফুর সাহেব আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত তরুণদের কাছে এক আদর্শের নাম। কারণ, প্রয়াত গফুর সাহেব ছিলেন একজন মানবতাবাদী মানুষ। এলাকার মানুষের যেকোনো বিপদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বিপদ মোকাবিলায় তাঁর তুলনা ছিল না। আর তাই, এখনো তাঁর এলাকায় কোনো মানবিক সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে এলাকার মানুষের কাছে সমস্যা সমাধানে গফুর সাহেব প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো গফুর সাহেবকে নূরলদীনের সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে।

ঘ “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মানবকল্যাণের বৃহত্তর চেতনায় উদ্দীপক ও ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতা অভিন্ন অর্থবহ।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় নূরলদীন সাধারণ মানুষের কাছে সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। ১৭৮২ সালে তিনি সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সেদিন সাধারণ মানুষ জেগে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তী সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামেও নূরলদীন অনুপ্রেরণার উৎসস্থলে পরিণত হন।

উদ্দীপকে গফুর সাহেব ছিলেন মানবকল্যাণে নিয়োজিত ব্যক্তি। এলাকার মানুষের যেকোনো বিপদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বিপদ মোকাবিলায় গফুর সাহেবের তুলনা ছিল না। এ কারণে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যেকোনো সমস্যায় গফুর সাহেব প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের সঙ্গে পাঠ্য কবিতার প্রেক্ষাপটগত অমিল রয়েছে।

উদ্দীপকের তরুণরা খাদ্য সংকট ও রোগ প্রতিরোধে কাজ করার ক্ষেত্রে গফুর সাহেবের কথা স্মরণ করে। কেননা, যেকোনো বিপদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বিপদ মোকাবিলায় গফুর সাহেবের তুলনা ছিল না। অন্যদিকে, ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় নূরলদীনও অসীম সাহসী এক সংগ্রামী চেতনার নাম। যার নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল আপামর জনতা। সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সুর মানবকল্যাণ সাধন।

প্রশ্ন ৬



ম্লোগান বীর বাঙালি অস্ত্র ধর,

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

/কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ / প্রশ্ন নম্বর-৬/

- ক. নূরলদীন কত সালে বিদ্রোহ করেছিলেন? ১
- খ. ‘জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?’ উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের ম্লোগানটি ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার কোন ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার নূরলদীন যে চেতনার বীজ বাঙালি হৃদয়ে রোপণ করেছিলেন তার পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপ উদ্দীপকের চিত্রটি”— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. নূরলদীন ১৭৮২ সালে বিদ্রোহ করেছিলেন।

খ. ‘জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়’ উক্তিটিতে ফুটে উঠেছে এমন এক প্রতীকী ব্যঙ্গনা, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নূরলদীন যেন আবার ডাক দিয়ে উঠবেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পরিণত হয় এক ধ্বংসস্তূপে। তখন এই দেশের প্রয়োজন হয় নূরলদীনের মতো এক সাহসী মানুষের, যিনি ডাক দিয়ে সবাইকে একত্র করবেন। সবাই এক হয়ে লড়াইে শত্রুর বিরুদ্ধে, মুক্ত করবে মাতৃভূমিকে। দেশের ওই ক্রান্তিকালে কবির মনে পড়েছিল সেই সংগ্রামী নূরলদীনের কথা, যিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করেছিলেন।

গ. উদ্দীপকের ম্লোগানটি ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য জেগে ওঠার ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাঙালি চির স্বাধীন সত্তা। তারা কোনো পরাধীনতাকে মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তারা বাহ্যিকভাবে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে। তারা সাহসী নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বদেশ মুক্তির লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করেছে। বাঙালির এমন মুক্তিচেতনার স্বাক্ষর বহন করে উদ্দীপকের ম্লোগান সংবলিত চিত্র ও ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতা।

উদ্দীপকের চিত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাঙালি মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ঐক্যবদ্ধতার মূলে একটি ম্লোগান প্রেরণা জুগিয়েছিল। ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশের স্বাধীন কর।’ এই ম্লোগানে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে জেগে উঠেছিল স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য। ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায়ও নির্ধাতিত জনতার মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে ওঠার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল। ১৭৮২ সালে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনতাকে জেগে ওঠার জন্য সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীন আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার এ আহ্বান ছিল শোষিত-নিপীড়িত জনতার ঐক্যবদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের জন্য। এমনভাবে ১৯৭১ সালেও অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান শোষিত, নির্ধাতিত বাঙালিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।’ মূলত স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার ভাবটিই উদ্দীপক ও ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় সমান্তরালভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে।

ঘ. ১৭৮২ সালে কৃষকনেতা নূরলদীন নির্ধাতিত কৃষকের মাঝে যে মুক্তিচেতনার বীজ রোপণ করেছিলেন তার পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপকের ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের চিত্রে।

যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে যোগ্য নেতৃত্বের আহ্বানে মুক্তিকামী জনতা জেগে ওঠে। তাদের কাছে দেশ ও জনগণের মুক্তি বড় হয়ে ওঠে। তারা সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির থাবা থেকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য জীবন বাজি রেখে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন বাস্তবতা ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতা ও উদ্দীপকে প্রতীকায়িত হয়েছে।

‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কৃষকনেতা বিপ্লবী চরিত্র নূরলদীন ১৭৮২ সালে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নির্ধাতিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। তার ডাকে শোষিত শ্রেণির মানুষরা জেগে ওঠে তাদের অধিকার আদায় করে নেয়। নূরলদীনের সেই মুক্তিচেতনার বীজ বাঙালি হৃদয়েও উদ্ভূত হয়েছিল।

মুক্তিচেতনার বীজ হৃদয়ে লালন করে বীর বাঙালি পাকিস্তানি শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নেমে পড়ে। ১৯৭১ সালে তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়। ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’— এই ম্লোগানে তারা উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বদেশকে ও স্বদেশের মানুষকে মুক্ত করে, যার বাস্তব চিত্র উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় নূরলদীন নির্ধাতিত কৃষককুলের হৃদয়ে মুক্তি চেতনার যে বীজ রোপণ করেছিলেন তার ধারাবাহিক পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপ লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের চিত্রটিতে। যা ছিল একান্তরের মুক্তি সংগ্রামের চিত্র। এ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যৌক্তিক ও সার্থক।

আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারুণ নির্বিকার,
সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,
ব্র্যাক-আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলায়ে দেখেছি;
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হয়ে
নিজেদের ঘরে।

[ছবি কলকাতা, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬]

- ক. অতীত এসে হঠাৎ হানা দেয় কোথায়? ১
খ. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার
চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার
খণ্ডাংশ মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. অতীত এসে হঠাৎ হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।
খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।
গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(গ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।
ঘ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার খণ্ডাংশ- মন্তব্যটি
যথার্থ।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি বার বার নূরলদীনের
আগমন কামনা করেছেন। কেননা আমাদের বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে
তার আগমন আবশ্যিক। নূরলদীনের মতো সাহসী মানুষই আমাদের
স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করতে পারবে।

উদ্দীপকের কবির কল্পনায় বাংলার নিসর্গও আবির্ভূত হয়েছে একজন সপ্রাণ
মুক্তিযোদ্ধার বেশে। অক্রান্ত স্বদেশ নিজেই এই কবিতায় এক সাহসী
যোদ্ধা। সে প্রাকৃতিক কৌশলে তার সহযোগীদের যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য
করে। শত্রুর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে অলঙ্ঘনীয় প্রতিরোধ। যেমনটি লক্ষ করা
যায় নূরলদীন কর্তৃক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবন্ধ করার
আহ্বানে। তবে এছাড়াও কবিতাটিতে আরও নানা বিষয় উঠে এসেছে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের আগমন বলতে
বোঝানো হয়েছে নূরলদীনের মতো সাহসী কোনো ব্যক্তির আগমন। কেননা
নূরলদীন আর ফিরে আসবেন না কিন্তু নূরলদীনের মতো সাহসী মানুষ
এদেশবাসীর অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই কবি তার মতো ব্যক্তির আবির্ভাব বার
বার কামনা করেছেন। কেননা অভাগা মানুষগুলোর ভাগ্য পরিবর্তনে, স্বপ্ন
পূরণে তার আসাটা অত্যন্ত জরুরি। তেমনি উদ্দীপকের কবি স্বাধীনতা প্রাপ্তির
জন্য প্রকৃতির সহায়ক ভূমিকাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু
আলোচ্য কবিতাটিতে নূরলদীনকে স্বরণ করা হয়েছে প্রতিবাদী আদর্শ
হিসেবে। এছাড়াও কবিতাটিতে তার সাহসী ভূমিকাসহ আরও নানা দিক
আলোচিত হয়েছে। উদ্দীপকটিতে এসব বিষয় অনুপস্থিত। এদিক
বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৮ তিতুমীর আজ আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। তিনি চক্ৰিশ
পরগনা জেলার হায়াদারপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যাচারী
ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি এদেশের শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবন্ধ
করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি আমৃত্যু এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে
গেছেন। অবশেষে ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে
লড়াইয়ে তিনি শহিদ হন।

[ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় সমস্ত নদীর অশ্রু
অবশেষে কোথায় মিশে? ১
খ. 'কালঘুম যখন বাংলায়'— কথটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তিতুমীর কোন দিক দিয়ে 'নূরলদীনের কথা মনে
পড়ে যায়' কবিতার নূরলদীনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা
করো। ৩
ঘ. 'জাতীয় বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিহাসের শিক্ষা
তাৎপর্যপূর্ণ'—মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে
যায়' কবিতার আলোকে উপস্থাপন করো। ৪

ক. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় সমস্ত নদীর অশ্রু
অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মিশে।

খ. প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি
বাহিনীর অত্যাচারের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।

'কালঘুম' শব্দের অর্থ মৃত্যু বা চিরনিদ্রা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন
শত্রুদের হত্যাযজ্ঞের শিকার তখন মনে হয় যেন কালঘুম নেমেছে
বাংলায়। অর্থাৎ মৃত্যুর বেদনায় ছেয়ে যাওয়া বাংলাকে বোঝাতে প্রশ্নোক্ত
কথটি বলা হয়েছে।

গ. বাঙালির চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের
তিতুমীর এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কৃষকনেতা
নূরলদীন সাদৃশ্যপূর্ণ।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে বীর সংগ্রামী
কৃষকনেতা নূরলদীনের প্রসঙ্গ। নূরলদীন একজন ঐতিহাসিক চরিত্র।
তার যোগ্য নেতৃত্বে ১১৮৯ বঙ্গাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ,
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। কবি মনে করেন, আমাদের
মুক্তি-সংগ্রামেও তার সাহসী চেতনা প্রেরণা জুগিয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত তিতুমীর একজন দেশপ্রেমিক ও প্রতিবাদী চরিত্র।
অত্যাচারী ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম পরিচালনা
করেছিলেন। এতে অংশগ্রহণ করেছিল খেটে খাওয়া সকল শ্রেণির মানুষ।
শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে
তিনি শহিদ হন। উদ্দীপকের সাহসী ও স্বাধীনতাকামী তিতুমীর যেন
'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নূরলদীনকেই স্বরণ করিয়ে
দেয়। উভয়েই মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণাদানকারী চরিত্র হিসেবে একই
আদর্শপুঙ্খ। তিতুমীর ও নূরলদীন উভয়েই চিরায়ত বাংলা ও বাঙালি জাতির
প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'জাতীয় বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিহাসের শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ'—
মন্তব্যটি উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার আলোকে যথার্থ বলেই প্রতীয়মান
হয়।

মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির নাম সবাই
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাদের সাহসী ভূমিকার ইতিহাস দেশের মানুষের
মনে সবসময় সাহস জোগায়। এদিক থেকে নূরলদীন আমাদের জাতীয়
বীর। তার সংগ্রামী চেতনা পরবর্তীতে আমাদের শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে
১৯৭১ সালের মুক্তি-সংগ্রামে। আলোচ্য কবিতায় নূরলদীন এ বিষয়ে
প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

উদ্দীপকের তিতুমীর আজ আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। তিনি
অত্যাচারী ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে একত্র করার
প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এদেশের কৃষক ও শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে
তিনি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে গেছেন। অবশেষে ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর
ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি শহিদ হন। সাধারণ মানুষের জন্য
তার এমন আত্মত্যাগ মানুষের মনে তাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন একজন সাহসী
কৃষকনেতা। তিনি রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী
আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা আমাদের
ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তাই, আলোচ্য কবিতার
কবি নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন
বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের সাথে। আবার, উদ্দীপকের তিতুমীরও একইভাবে
আমাদের সংগ্রামী চেতনার প্রতীকরূপে মুক্তি-সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে
উঠছেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি যখন বৈরী পরিস্থিতিতে পড়েছিল
তখন তা মোকাবিলায় জাতির এমন সংগ্রামী ইতিহাস মুক্তিযোদ্ধাদের মনে
অটুট সাহস সঞ্চার করেছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের
কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আলোকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৯ আকস্মিক তীব্র বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যমুনা তীরবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম। খাদ্যসংকট, রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে কাজ করার চেষ্টা করছে কয়েকজন তরুণ। তাদের সকলেরই মনে পড়ে এলাকার প্রিয় মুখ প্রয়াত সগীর সাহেবের কথা। এলাকার মানুষের যেকোনো বিপদে সবাইকে ঐক্যবন্ধ করে সাহসিকতার সাথে বিপদ মোকাবিলায় সগীর সাহেবের তুলনা ছিল না। এখনো তাই প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যেকোনো সমস্যা মোকাবিলায় সগীর সাহেব প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন।

(মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৭)

- ক. 'নিলক্ষা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়'— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সগীর সাহেবের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মানবকল্যাণের বৃহত্তম চেতনায় উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা অভিন্ন অর্থবহ"— তোমার মতামত দাও। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নিলক্ষা' শব্দের অর্থ দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎসস্বল হিসেবে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নূরলদীন এবং উদ্দীপকের সগীর সাহেব তুলনীয়।

সংগ্রামী মানুষের কাছে নূরলদীন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষক নেতা তিনি। তার সাহসিকতার কারণে বাংলার মানুষের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎসস্বল। তাই তো যখন দেশে শকুনরূপী শাসক অত্যাচার চালায়, দালালের আলখান্নায় ঢেকে যায় দেশ তখন কবির নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়। কবি প্রত্যাশা করে আবারও একদিন বাঙালি জনতাকে জাগিয়ে তুলতে তিনি ডাক দেবেন, বলবেন— 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?'

উদ্দীপকে সগীর সাহেব আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত তরুণদের কাছে এক আদর্শের নাম। কারণ, প্রয়াত সগীর সাহেব ছিলেন একজন মানবতাবাদী মানুষ। এলাকার মানুষের যেকোনো বিপদে সবাইকে ঐক্যবন্ধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বিপদ মোকাবিলায় তার তুলনা নেই। তাঁর এলাকায় কোনো মানবিক সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে সগীর সাহেব প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সগীর সাহেবকে নূরলদীনের সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১০ ৭ মার্চ ১৯৭১ সাল। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের এই ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনতা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

(ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. পূর্ণিমার চাঁদ কীসের মতো জ্যোৎস্না ঢালছিল? ১
খ. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'— কেন? ২
গ. উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নূরলদীনের সাদৃশ্যের দিকটি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কবির প্রত্যাশার চিত্র ফুটে উঠেছে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ণিমার চাঁদ ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না ঢালছিল।

খ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করায় কবি জাতির যেকোনো সংকট মুহূর্তে নূরলদীনকে স্মরণ করেছেন।

১১৮৯ বঙ্গাব্দে নূরলদীনের ডাকে বাংলার মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল অধিকার আদায়ে। অত্যাচারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। আজ আবার যখন চারিদিকে চলছে অরাজকতা আর লুটনের খেলা তখন কবির মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে। কবি মনে করেন, নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগে উঠেছিল, এখনও সেভাবেই জেগে উঠবে বাংলার জন-মানুষ।

গ স্বাধিকার চেতনায় উজ্জীবিত করার দিক থেকে উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নূরলদীনের সাদৃশ্য রয়েছে।

যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতির অধিকার হরণ করতে তৎপর হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি। তারা নানা কৌশলে এ দেশের মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, চালিয়েছে শোষণ ও নির্যাতন। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন সেসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতির চেতনাকে জাগ্রত করতে পেরেছিলেন। নিজ অধিকার সম্পর্কে অসচেতন ঘুমন্ত জাতিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও এই ভাষণ আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আলোচ্য কবিতায় নূরলদীনও আমাদের সংগ্রামী চেতনা ও আত্মপ্রেরণা দান করে। তাঁর ডাকে তৎকালীন বাঙালি কৃষক জনতা ঐক্যবন্ধ হয়ে সামন্তবাদি বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এদিকটি উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ পাঠ্য কবিতায় সমকালীন সব আন্দোলন-সংগ্রামে প্রতিবাদী চেতনার ধারক হিসেবে নূরলদীনের কথা স্মরণ করেছেন কবি।

আলোচ্য কবিতায় কবি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। কেননা গণমানুষের দুঃসময়ে এ ধরনের মানুষের প্রেরণা নিয়েই এগিয়ে যায় জাতি। বস্তুত, এ কবিতায় নূরলদীন প্রতিবাদের চিরায়ত প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিল মুক্তি সংগ্রামে। ঘুমন্ত বাঙালি জাতি যেন জেগে উঠেছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দেশের জন্য প্রাণদানের সাহস জোগায়, যেকোনো মূল্যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে।

জাতির ক্রান্তিকালে মানবদরদি মানুষেরাই এগিয়ে আসেন পথ দেখাতে। একসময় কৃষকনেতা নূরলদীন যেমন এগিয়ে এসেছিলেন তেমনই ১৯৭১-এ এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু, এ দেশের গণমানুষের নেতা হয়ে। আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন। সেই তেজ, সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা বুকে ধারণ করে বাঙালি আজও অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এভাবে বঙ্গবন্ধু ও নূরলদীন আমাদের সংগ্রামী চেতনার আদর্শের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তাদের মতো মহান নেতার দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও সংগ্রামী মনোভাব আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দান করে। তাই বলা যায়, প্রয়োক্ত উক্তিটি যথার্থ।

১১ মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লাস্ত

আমি সেই দিন হবো শান্ত

যবে উৎপীড়িতদের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না

বিদ্রোহী রণ ক্লাস্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত।

(নটর জেম কলেজ, ঢাকা। প্রায় নম্বর-৭/)

- ক. 'মরা আঙিনা' কী? ১
খ. যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির চেতনার ও 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরুলদীনের চেতনাগত সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির শিল্প ভাবনার কতটুকু সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে তা নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতাবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মরা আঙিনা' হলো মৃত্যু নিখর অঙ্গন।

খ. উল্লিখিত পঙ্ক্তির মাধ্যমে কবি পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক বাঙালির বাকস্বাধীনতা হরণকে ইঙ্গিত করেছেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের ওপর নানারকম জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল দীর্ঘদিন। এদেশের সাধারণ মানুষ নিরুপায় হয়ে সেসব সহ্য করেছে। তারা প্রতিবাদ করতে পারত না। কেননা, বাঙালির স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে তারা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। প্রতিবাদকারীকে তারা কঠোরভাবে দমন করত। এভাবে বাকস্বাধীনতাকে হরণকারীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ. স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেতনায় উদ্দীপকের কবিতাংশ ও 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। শাসকরা যখন জনগণের ন্যায্য অধিকার হরণ করে শোষণ ও নির্যাতন চালায় তখন তারা স্বৈরাচার হিসেবে আখ্যায়িত হয়। মুক্তিকামী জনতা সেই স্বৈরাচারের শোষণের বিরুদ্ধে বুধে দাঁড়াতে পারলেই জনগণের বিজয় সূচিত হয়। উদ্দীপকের কবিতাংশ ও 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় জনগণকে সেভাবেই জেগে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উদ্দীপকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। যে বিদ্রোহী নিরবধি যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কোন ক্লান্তি-শ্রান্তি তাকে স্পর্শ করে না। তার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। যতদিন আকাশে বাতাসে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল বন্ধ হবে না ততদিন তার সংগ্রাম চলতে থাকবে। অত্যাচারীর খড়গহস্ত ধূলিস্যাৎ না করা পর্যন্ত সেই বিদ্রোহী শান্ত হবে না। 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতেও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ধ্বনি উচ্চকিত হয়েছে। কবি নূরুলদীনকে বিদ্রোহী সত্তার আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে সে বিদ্রোহের প্রেরণা জাগিয়েছেন। কবি মনে করেন, এই বাংলায় বার বার শকুনের আগমন ঘটেছে। বাংলার মানুষের স্বপ্ন-অধিকারকে তারা কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। তখনই নূরুলদীনের মতো সাহসী সন্তানেরা মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে সংগ্রাম করেছে। বাংলার দুর্দিনে কবি তাই সকলকে নূরুলদীনের মতো জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকটি কবির এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চেতনাগত সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশে উৎপীড়িতের জেগে ওঠার যে শিল্প ভাবনা ফুটে উঠেছে তা 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কবির নূরুলদীনের মতো বাংলার মানুষকে জেগে ওঠার শিল্প ভাবনার সার্থক রূপায়ন হিসেবে গণ্য করা যায়।

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিরোধ শোষণের পতন ত্বরান্বিত করে। তাই অসহায় মানুষের মুক্তির নির্মিত্তে সাহসী সন্তানকে জেগে ওঠা অনিবার্য। 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কবির শিল্পভাবনাও এটি, যা উদ্দীপকের কবিতাংশেও সার্থকভাবে রূপায়ন করা হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য বিদ্রোহে বিশ্বাসী। কবির চেতনায় এক অসম সাহসী বীর যোদ্ধা বিচরণ করে। যে বীর উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল শুনতে চান না। যে বিদ্রোহী অত্যাচারীর খড়গহস্ত ভেঙ্গে দিয়ে মানুষের মুক্তির নেশায় অবিচল থাকে। কবির সেই বিদ্রোহী সত্তা ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে মনস্ত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশে বাতাসে মানুষের ক্রন্দন রোল শোনা যাবে। এই বিদ্রোহী মনোভাবের জাগরণই উদ্দীপকের কবিতাংশের শিল্প ভাবনা।

'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কবি বাংলার মানুষের মুক্তির নেশায় অধীর-অবিচল। সেই মুক্তির নায়ক হিসেবে কবি কৃষকনেতা নূরুলদীনের সাহসী-ভূমিকাকে স্মরণ করেন। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে নূরুলদীনের আহ্বানে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকেরা সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল। এখনও বাংলার মানুষ নিষ্পেষণের শিকার। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতেও বাংলায় শকুনের তীক্ষ্ণ থাবা পড়েছিল। হিংস্র সে থাবায় বাঙালি তার স্বপ্ন বাক-স্বাধীনতা হারিয়েছিল। স্বজনের রক্তে ভেসেছিল ইতিহাসের পাতা। কবি তখন স্মরণ করেন ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরুলদীনকে। নূরুলদীনের আহ্বানে সেদিন কৃষকেরা যেভাবে অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছিল এখনও সেভাবে বাংলার জনগণকে জেগে উঠতে হবে। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের মাঝে তার প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ চান কবি। কবির এই সাহসী ও প্রতিবাদী শিল্পভাবনায় কবিতা অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও আলোচ্য কবিতার এই শিল্প ভাবনার সার্থক রূপায়ন ঘটেছে।

প্রশ্ন ১২ নিজেস্ব অভিলাষ রথের সারথি বলে কাজী নজরুল ইসলাম একাই লড়েছেন। তার অগ্নিবীণার বাজকারে সমাজ উৎপীড়ক উধাও হতো। অসহায় হতোদ্যম দুঃখী শুনতে পেত প্রেমের গান। নজরুল এলে দুর্দশার অবসান হবে, সেই আশায় স্বপ্ন দেখি, সাহস পাই বুকে।

(মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা। প্রায় নম্বর-৭/)

- ক. কত বজ্ঞাব্দে নূরুলদীনের ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল? ১
খ. 'কালঘুম যখন বাংলায়' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কাজী নজরুলের সঙ্গে 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সোনার বাংলা বিনির্মাণে নূরুলদীনের আগমন প্রয়োজন'—এ বিষয়ে উদ্দীপক ও 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ১১৮৯ বজ্ঞাব্দে নূরুলদীনের ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল।

খ. স্বজনশীল প্রশ্নের চ(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের কাজী নজরুলের সঙ্গে 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে সংগ্রামী কৃষকনেতা নূরুলদীনের কথা। তার নেতৃত্বে ১১৮৯ বজ্ঞাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কবি মনে করেন তার প্রতিবাদী চেতনা যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে চলছে।

উদ্দীপকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কথা বলা হয়েছে। তিনি সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁর এমন প্রতিবাদী চেতনাকে অনেকে অভিলাষ দিলেও তিনি নিজেকে অভিলাষ রথের সারথি বলেছেন। তাঁর কথা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় তার পাশে যদি কেউ নাও থাকে তবুও তিনি একাই লড়বেন। তাঁর এমন বলিষ্ঠ অগ্নিবীণার বাজকারে উৎপীড়কও ভয় পেত। 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি নূরুলদীনের কথা বলেছেন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কাজী নজরুলের সঙ্গে 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নূরুলদীনের প্রতিবাদী চেতনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'সোনার বাংলা বিনির্মাণে নূরলদীনের আগমন প্রয়োজন।' এ মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আলোকে যথার্থ।

১৯৭১ সালে বাংলার ভূমি অন্যায় অত্যাচারে মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়। বাঙালি হারায় তাদের স্বপ্ন ও বাক-স্বাধীনতা। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার নূরলদীন ১১৮৯ বঙ্গাব্দে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকশ্রমিকে জাগিয়ে তুলেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কবি ভেবেছিলেন পাকিস্তানি হয়েনাদের বাংলার বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে সোনার বাংলা গড়তে নূরলদীনের মতো একজন সাহসী কাণ্ডারিকে দরকার।

উদ্দীপকে কাজী নজরুলের প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি নিজেকে অভিলাষ রথের সারথি ভেবে একাই লড়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর আত্মশক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে, তাঁর অগ্নিবীণার ঝঙ্কারে সমাজের উৎপীড়করা ভয় পেত। তার কর্মকাণ্ডে অসহায় মানুষেরা আশার বাণী শুনতে পেত। উদ্দীপকে এই আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আবার যদি নজরুল আসে তাহলে বর্তমানের দুর্দশা কেটে যাবে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় ও উদ্দীপকে মূলত একজন সাহসী কাণ্ডারির আগমন প্রত্যাশা করা হয়েছে, যে এসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তুলবে। কারণ সকলে সচেতন হয়ে লড়াই-সংগ্রাম করলে একদিন দুর্দশার অবসান হবে এবং সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে। তাই বলা যায়, সোনার বাংলা গড়তে হলে নজরুলের অগ্নিবীণার ঝঙ্কারের পাশাপাশি নূরলদীনের মতো সাহসী নেতৃত্ব প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১৩ দাসত্ব-গোলামি ছাড়িয়ে দিলে খাইব কী করিয়া? কী নিচু প্রশ্ন! যেন আমাদের শুধু কুকুর-বিড়ালের উদর পূর্তির জন্যই জন্ম। অনেকে আবার বলেন যে, অন্যে কে কী করিতেছে আগে দেখাও। তারপর আমাদেরকে বলিও। এই প্রশ্ন ফাঁকিবাজের প্রশ্ন। দেশমাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, যার বিবেক আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সেই বুক বাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে। (দেশ গেছে দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ; কাজী নজরুল ইসলাম)

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬/]

- | | |
|---|---|
| ক. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কী নেমে আসার কথা বলা হয়েছে? | ১ |
| খ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? | ৩ |
| ঘ. 'উদ্দীপকে প্রকাশিত লেখকের ক্ষোভ এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবির প্রত্যাশা একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় শকুন নেমে আসার কথা বলা হয়েছে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১০(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ শত্রুর নাগপাশ ছিন্ন করে প্রতিবাদী সুরে জেগে ওঠার আহ্বান উদ্দীপকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাথে সম্পর্কিত করেছে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি কৃষকনেতা নূরলদীনের ডাক প্রত্যাশা করেছেন, যে ডাকে মানুষ প্রতিবাদে জাগ্রত হতে পারে। তাই তিনি এই প্রত্যাশা করেছেন। কারণ, বাংলা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। শকুনরূপী দালালের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য নূরলদীনের আহ্বানের বিকল্প তার কাছে নেই।

উদ্দীপকে লেখক দাসত্ব-গোলামি থেকে মুক্তি পেতে চান। কটাক্ষের স্বরে তিনি দাসত্বের অন্ধকে কুকুর-বিড়ালের উদরপূর্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। দাসত্ব থেকে কবির মুক্তি চাওয়ার কারণ হলো দেশমাতা সকলকে আহ্বান করেছে। দেশমাতার আহ্বানে যার বিবেক আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে সে সাড়া দেবেই। উদ্দীপকের এই অমোঘ আহ্বানকে উপেক্ষা করাটা

লেখকের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। ঠিক তেমনই অমোঘ ডাক আলোচ্য কবিতার নূরলদীনের। নূরলদীনের ডাকের এমনই শক্তিমত্তা যা অভাগা মানুষ পাখাড়ি ঢলের মতো জেগে উঠে ভাসিয়ে দেবে সব অন্যায়। প্রতিবাদী দিক বিবেচনায় উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কিত।

ঘ শত্রুর দাসত্ব না করে দেশকে রক্ষা করার বস্তব্য উপস্থাপনে উদ্দীপকে প্রকাশিত লেখকের ক্ষোভ এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবির প্রত্যাশা একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় দেখা যাচ্ছে বাংলা যখন বিপন্ন অবস্থায় মৃত্যুপুরীতে রূপ নিয়েছে তখন বাঙালি হারিয়েছে স্বপ্ন ও বাক-স্বাধীনতা। বাংলার এই দুর্বিষহ অবস্থার কারণ শকুনরূপী দালালদের দৌরাণ্ড্য। দালালদের পরাস্ত করতে কবি বঞ্চিত বাঙালির জাগরণ চান আর এই জাগরণ সম্ভব প্রতিবাদী নূরলদীনের সাহসী ও নিভীক ডাক শুনেই।

উদ্দীপকের লেখক জেগে উঠেছেন দেশমাতার আহ্বানে। এই আহ্বানের এমনই শক্তি যে মানুষ জেগে উঠতে বাধ্য। বিবেকবান, কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ দেশমাতার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। আর এই আহ্বানকে অগ্রাহ্য করলেই দাসত্ব-গোলামিকে বরণ করে নিতে হয়। কিন্তু দাসত্ব-গোলামির জীবন কুকুর-বিড়ালের জীবনের সমতুল্য।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি নূরলদীনের ডাকের প্রত্যাশা করেছেন। নূরলদীনের ডাক দেশমাতার জন্য আর সে ডাকের এমনই গুণ মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হবেই। লেখকের প্রত্যাশাই উদ্দীপকে প্রকাশিত লেখকের ক্ষোভ। উদ্দীপকের লেখকের ক্ষোভ এজন্যই যে, দেশমাতার ডাক না শুনে দাসত্ব করা পশুর জীবনের সমান। আবার সেই জীবন থেকে মুক্তির জন্যই আলোচ্য কবিতায় লেখক নূরলদীনের আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকে প্রকাশিত লেখকের ক্ষোভ এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবির প্রত্যাশা একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

প্রশ্ন ১৪ বর্গি এল খাজনা নিতে/ মারল মানুষ কত
পুড়ল শহর পুড়ল শ্যামল/ গ্রাম যে শত শত
হানাদারের সঙ্গে জোরে লড়ে মুক্তিসেনা
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭/]

- | | |
|--|---|
| ক. অতীত কোথায় হানা দেয়? | ১ |
| খ. বাংলার বুক শকুন নেমে আসা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বর্গিরা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কাদের প্রতীক? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. 'উদ্দীপকের মুক্তিসেনা এবং নূরলদীন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণার উৎস'— মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো। | ৪ |

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অতীত হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের বর্গিরা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বর্ণিত পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতীকরূপে উঠে এসেছে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি নূরলদীনকে একজন ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এ কবিতায় কবি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে।

^১ বর্গি- অষ্টাদশ শতাব্দীর লুটতরাজপ্রিয় অস্বারোহী মারাঠা সৈন্যদলের নাম। ১৭৪১ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত দশ বছর ধরে বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিয়মিতভাবে লুটতরাজ চালাত বর্গিরা। ১৭৫১ সালে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলে বাংলায় বর্গি হানা বন্ধ হয়।

উদ্দীপকে পাকহানাদারদের বাংলায় আগমন এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। অত্যাচারী বর্গেরা যেমন দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করত, ঠিক তেমনিভাবে পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল। তারা এদেশের শহর, নগর, গ্রাম আগুনে ঝলসিয়ে দিয়েছিল। পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল ঘরবাড়ি এবং শ্যামল মাঠ। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়ও বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের বর্গেরা যেমন এদেশে অমানুষিক নির্যাতন চালায় ঠিক তেমনি আলোচ্য কবিতায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ নিপীড়ন চালায়। তাই উদ্দীপকের বর্গেরা আলোচ্য কবিতায় বর্ণিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ঘ 'উদ্দীপকের মুক্তিসেনা এবং নূরলদীন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণার উৎস'— মন্তব্যটি যথার্থ।

নূরলদীন রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষক নেতা। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে তার ডাকে একদিন কৃষক জনতা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল। কবির কাব্য চেতনায় এই নূরলদীন ক্রমে এক অবিনাশী প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হন।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ তৎপরতার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা এদেশে নারকীয় হত্যায়ত্ত চালায়। পুড়ে ছারখার করে এদেশের ফসল, ঘরবাড়ি। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিবাহিনী গঠন করে বাঙালিরা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। সেসময় মুক্তিসেনারা জীবনবাজি রেখে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আলোচ্য কবিতার নূরলদীনও সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন গণমানুষের অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক দেন। নূরলদীনের এমন প্রতিবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কবি দেশের যেকোনো সমস্যায় নূরলদীনের মতো নেতাকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশ যখন দালালের আলখল্লায় ছেয়ে যায় তখনই নূরলদীন সমবেত সংগ্রামের আহ্বান জানাবেন বলে তিনি মনে করেন। উদ্দীপকের মুক্তিসেনারাও বাংলার সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করতে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, প্রস্তোত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৫ বঙ্গাব্দে ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। ঘুমন্ত জাতি যেন জেগে ওঠে হঠাৎ। স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরও এই ভাষণ আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে, দান করে সংগ্রামী চেতনা।

(সরকারি স্বর্ণগজা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-৭/)

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | ১১৮৯ বঙ্গাব্দে বাংলায় কী ঘটেছিল? | ১ |
| খ. | 'বাংলার বুকে শকুন নেমে আসা' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন? | ২ |
| গ. | 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়' এ পঙ্ক্তির সাথে উদ্দীপকের সম্পর্ক নির্দেশ করো। | ৩ |
| ঘ. | 'উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কবিতা একই সূত্রে গাঁথা।' মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। | ৪ |

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ১১৮৯ বঙ্গাব্দে বাংলায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সূচিত হয়েছিল।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সংগ্রামী চেতনায় জাগ্রত হওয়ার দিক থেকে 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়' এ পঙ্ক্তিটির সাথে উদ্দীপকের সম্পর্ক রয়েছে।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে নূরলদীনের নেতৃত্বে। নূরলদীন তখন তৎকালীন বাঙালি জাতিকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদাত্ত আহ্বান জানান। উদ্দীপকের বঙ্গাব্দে ৭ই মার্চের আহ্বান নূরলদীনের সেই আহ্বানকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে বঙ্গাব্দে ৭ই মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। বঙ্গাব্দে ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতির চেতনাকে জাগ্রত করেন। ঘুমন্ত বাঙালি সত্তা যেন সেদিন তার ডাকে জেগে উঠে। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও এই ভাষণ আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে। তেমনি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বাঙালির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা নূরলদীনের ডাকেও তৎকালীন বাঙালি জাতি সাড়া দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রুখে দেয়। কবিতার নূরলদীন ও উদ্দীপকের বঙ্গাব্দে উভয়ই আমাদের বাঙালির সংগ্রামী চেতনার মহানায়ক।

ঘ নব চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার দিক থেকে সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন গণ-মানুষের অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক দেন। দেশ যখন দালালের আলখল্লায় ছেয়ে যায় তখনই নূরলদীন সমবেত সংগ্রামের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই সেইদিন বাঙালি সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসনকে প্রতিহত করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বঙ্গাব্দে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলে। ঘুমন্ত বাঙালি জাতি যেন হঠাৎ জেগে উঠে। আর আমাদেরকে পূর্বপুরুষদের মতো ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জোগায়। বঙ্গাব্দের আদর্শ আমাদেরকে দেশের জন্য প্রাণদানের সাহস জোগায়। অন্যদিকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কৃষক নেতা নূরলদীনও আমাদের আদর্শ ও সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করার এক মহান নেতা।

উদ্দীপকের ভাববস্তুর নিগূঢ় স্মৃতিপট যেন কবিতার ভাববস্তুতেও একই সূত্রে গাঁথা। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি পরাধীন দেশের পটভূমিতে অধিকারহীনতা এবং অন্যায়-শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। নূরলদীন আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ডাক দেন। নূরলদীনের সেই বিপ্লবী চেতনা আমাদেরকে তখন অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী করেছে। অপরদিকে উদ্দীপকের বঙ্গাব্দেও আমাদের সংগ্রামী আদর্শের এক মহানায়ক। তাঁর অবিনশ্বর সংগ্রামী ভাষণে বাঙালি এক নব্য চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে। তাই উদ্দীপকের সাথে কবিতার ভাববস্তুর যেন একই সূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ১৬ হে মহামানব, একবার এসো ফিরে

শুধু একবার চোখ মেলা এই গ্রাম নগরের ভীড়ে
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার,

শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি

(আর্মিড পুলিশ ব্যাটালিয়ান মুক্ত ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নম্বর-৭/)

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | কত বঙ্গাব্দে নূরলদীন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন? | ১ |
| খ. | 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়'— উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? | ৩ |
| ঘ. | "উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে সক্ষম।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ১১৮৯ বঙ্গাব্দে নূরলদীন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের সাথে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাদৃশ্য হলো মানবমুক্তির সংগ্রামে নূরলদীনের মতো মহান নেতৃত্বের প্রত্যাশা। ঐতিহাসিক সূত্রে নূরলদীন এক বিপ্লবী চরিত্র। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে নির্যাতিত কৃষকদের সংগঠিত করে তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উদ্দীপকেও মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মহামানবের আগমন প্রত্যাশা করা হয়েছে।

উদ্দীপকে শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দুঃশাসন আর নির্যাতনে গ্রাম-নগরের মানুষেরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। তাদের মুক্তির জন্য মহামানবের, মহান ত্রাণকর্তার আগমন প্রত্যাশা করা হয়েছে। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়ও সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্যাতন থেকে নিরীহ কৃষকদের মুক্তির মহানায়ক নূরলদীনের মতো সাহসী নেতৃত্বের আগমন প্রত্যাশা করা হয়েছে। এভাবে নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারীর আগমন প্রত্যাশার দিক থেকে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্য নিরূপিত হয়।

ঘ) নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য মহামানব বা মহান নেতৃত্বের আগমন প্রত্যাশার বিষয়ে উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে সক্ষম।

যুগে যুগে সামন্তবাদী-সাম্রাজ্যবাদীশ্রেণি নিরীহ মানুষদের বিষয় সম্পত্তি জোর করে আত্মসাৎ করার জন্য আমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। তাদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নির্যাতিত মানুষেরা মহামানব বা ত্রাণকর্তার সাহায্য কামনা করেছে। মানবদরদি সাহসী নেতারা নিজের জীবন বাজি রেখে অপশক্তিকে দমন করে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতাকে রক্ষা করেছে। উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নির্যাতিত মানুষ এমনই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যোগ্য নেতৃত্বের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছে।

উদ্দীপকে বিধৃত শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুরতায় গ্রাম-নগরের মানুষ বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। নির্যাতিত মানুষেরা নিজেদের ঐক্যবন্ধ সংহতি প্রকাশ করে যোগ্য নেতৃত্বের জন্য মহামানবের প্রত্যাবর্তন কামনা করেছে। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়ও কবি নূরলদীনের মতো অবিসংবাদিত নেতার আগমন প্রত্যাশা করেছেন। যিনি ১৭৮২ সালে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাহসী কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করে নির্যাতিত কৃষকদের অধিকার আদায়ে নিবেদিত হয়েছেন।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের আগমন প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে নূরলদীনের মতো সাহসী নেতৃত্বের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য কবি বারবার সাহসী নেতৃত্বের আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকেও শোষকদের নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবন্ধ জনতা মহামানবের মতো সাহসী নেতৃত্বের আবির্ভাবের আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। মুক্তির জন্য যোগ্য নেতৃত্বের আগমন প্রত্যাশার দিক থেকে উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করেছে— এ কথা যৌক্তিকভাবে বলা যায়। প্রয়োক্ত মন্তব্যটি তাই সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ১৭) মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতবাসী ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

[গাজীপুর কমার্স কলেজ। এম নম্বর-৭/]

- ক. কবির মতে পূর্ণিমার রং কেমন? ১
- খ. কবি কেন সবাইকে গোল হয়ে সমবেত হবার আহ্বান জানিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর সাথে কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক) কবির মতে পূর্ণিমার রং তীব্র স্বচ্ছ।

খ) সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য কবি সবাইকে গোল হয়ে সমবেত হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি বাংলার দুর্দিনের সময়টি উপস্থাপন করেছেন। যখন শত্রুর কবলে পড়ে বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ

নিয়চ্ছে। কিন্তু এই মৃত্যুপুরীতেই কবি হঠাৎ চাঁদ দেখতে পান, প্রপাতের শব্দ পান। তাঁর মনে হয় যে উত্তরণের সময়টি হাজির হয়েছে। বিপদ থেকে উত্তরণ পেয়ে বাংলাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য কবি সকলকে গোল হয়ে সমবেত হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

গ) উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর সাথে কবিতার নূরলদীনের সাদৃশ্য রয়েছে। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি ঐতিহাসিক চরিত্র নূরলদীনের কথা বলেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীন ছিল সাহসী ও নিভীক এক নাম। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে নূরলদীনের ডাকেই রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলা যখন মৃত্যুপুরীতে রূপ নিয়েছিল কবি তখন মুক্তিকামী জনতা নূরলদীনের প্রতিবাদী কণ্ঠকে প্রত্যাশা করেছেন।

উদ্দীপকে ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের মহান নেতা। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। একইভাবে নূরলদীনের ডাকে বাঙালি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়। প্রতিবাদীস্বরে আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা দুটি নাম নূরলদীন এবং মহাত্মা গান্ধী। প্রতিবাদী স্বরে দেশ রক্ষায় আন্দোলনের নায়ক হিসেবে আলোচ্য কবিতার নূরলদীন ও উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধী একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ) 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি শত্রু আক্রমণে দুর্দশাপীড়িত বাংলার ইতিহাস ও শোষণ উত্তরণে নূরলদীনের অবদানকে উপস্থাপন করেছে, যার আংশিক প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি ঐতিহাসিক চরিত্র নূরলদীনকে স্মরণ করেছেন। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে নূরলদীনের আগমন প্রত্যাশা করেছেন। শকুনরূপী দালালদের দৌরাণ্ডে বাংলা বিপন্ন হয়েছে বলেই নূরলদীনের প্রতিবাদী সত্তাকে কবি জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার নূরলদীনের মতোই মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করা হয়েছে। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী অমর এক নাম। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রেরণা। আর প্রেরণা ছাড়া সাফল্য অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া তাই ভারতের মুক্তি অসম্ভব ছিল। আলোচ্য কবিতা মহাত্মা গান্ধীর মতো প্রতিবাদী সাহসী নেতা নূরলদীনকে স্মরণ করলেও বাংলার মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়ার করুণ ইতিহাস এখানে অনুপস্থিত। বাঙালির স্বপ্ন ও বাকস্বাধীনতা হরণের গল্প উদ্দীপকে উঠে আসেনি। মূলত এসব দুর্দশা থেকে উত্তরণের জন্য কবি নূরলদীনের প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু এইসব সামগ্রিক আলোচনা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই যথার্থই প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮) তোমার পতাকা তলে ঘুমায় মানুষ বর্ণহীন/ চেতনার বহিষ্কৃত বলে এসো সাথি-এইখানে/ভাঙো ভেদাভেদ জমিদার-চাষা-মজুরের/আমরা ধরবো শক্তহাতে ওই নিশান আবার— যা দিয়েছে প্রেরণা সকলকে ভালোবাসিবার.. / দিয়েছে ডাক-পেতে অধিকার...

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। এম নম্বর-৭/]

- ক. 'ঈর্ষা' সৈয়দ শামসুল হকের কী ধরনের গ্রন্থ? ১
- খ. 'পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়'- কবি কেনো এ উক্তি করেন? ২
- গ. উদ্দীপকে যে সংগ্রামের কথা আছে— তা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কতটুকু পাওয়া যায়? ৩
- ঘ. 'জাগো, বাহে, কোনঠো সবায়?'— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক) 'ঈর্ষা' সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক।

খ। সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ। উদ্দীপকে যে সংগ্রামের কথা আছে তা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটে উঠেছে।

নূরলদীন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহস ও বীরত্বের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তাঁর এ প্রতিবাদী চেতনা যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষকে মুক্তিসংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অধিকার আদায়ের জন্য একজন নেতা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঁচু, নিচু, ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে মানুষ সমবেত হয়েছে। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়ও কবি কৃষক নেতা নূরলদীনের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে নূরলদীনের আহ্বানে দেশের অভাগা মানুষ জেগে ওঠে। স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর উদ্দীপকেও এক নেতার আহ্বানে মানুষ নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যোগ দেয়। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগ্রামের কথা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

দ। 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়'- এ পঙ্ক্তিতে স্বাধিকার চেতনায় উজ্জীবিত করার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতির অধিকার হরণ করতে তৎপর হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি। তারা নানা অপকৌশলে এদেশের কৃষকদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। চালিয়েছে অমানবিক নির্যাতন। নূরলদীনের মতো নেতারা সে সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে।

উদ্দীপকে এমন এক নেতার কথা বলা হয়েছে যার আহ্বানে সমাজের অবহেলিত ও নিষ্পেষিত মানুষ জেগে ওঠে। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই নেতার আহ্বানে তারা স্বাধিকার আন্দোলনে যোগ দেয়। শ্রেণিভেদ ভুলে জমিদার, চাষা-মজুর সকল শ্রেণির মানুষ এক হয়ে আন্দোলনের গতিতে ত্বরান্বিত করে। তারা শক্ত হাতে সত্যের নিশান ধরে আবারো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুধে দাঁড়াতে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। যার নেতৃত্বে তৎকালীন বাঙালি কৃষকজনতা ঐক্যবন্ধ হয়ে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নূরলদীনের সেই উদাত্ত আহ্বান আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দান করে। বর্তমান সমাজে বিদ্যমান অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বুধে দাঁড়াতে নূরলদীন আবার ফিরে আসবে নব রূপে এই বাংলায়। তাঁর ডাকে অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অন্যায়-অবিচার। তাই কবি সকলকে জেগে উঠতে বলেছেন। উদ্দীপকেও নেতার আহ্বানে অভাগা মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯ বন্ধুগণ! তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি কিছুতেই ছেড়ে না। তোমাদেরও হয়তো আমার মতো করেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমের কষ্ট দেবে তবু তোমাদের পথ ছেড়ে না, এগিয়ে যাওয়ার থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি।'

[উদ্ধৃতিসূত্র: মৃত্যুযুদ্ধা— কাজী নজরুল ইসলাম]

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৬/]

- ক. নূরলদীনের দেহের আকৃতি কেমন ছিল? ১
- খ. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা। মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. নূরলদীনের দেহের আকৃতি ছিল দীর্ঘ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ। যোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকাই উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

আলোচ্য কবিতায় বলা হয়েছে নূরলদীনের কথা, যিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক সাহসী নেতা। কবির শিল্পভাষ্যে নূরলদীন এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাঁকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। অধিকার আদায়ের জন্য নূরলদীনের মতো নেতা এভাবেই যুগে যুগে বাংলার মানুষকে প্রেরণা জোগাবেন, এটাই কবির প্রত্যাশা।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের পথে একাধিক বাধাবিপত্তির কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে এসব সমস্যার নিরসনে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তেমনি এ সমস্যার সমাধানেও চাই তাঁরই মতো সুদৃঢ় নেতৃত্ব। পাঠ্য কবিতায় যোগ্য নেতৃত্ব হিসেবে বলা হয়েছে নূরলদীনের কথা। নূরলদীনের ডাকে রংপুর অঞ্চলের মানুষ যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল, তেমনি বঙ্গাবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জেগে উঠেছিল মুক্তিসেনারাও। এভাবে স্বাধীনতা অর্জন ও তাকে সার্থক করে তোলার জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি ইজিত করা হয়েছে উদ্দীপক ও 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়, যা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ. উদ্দীপকের বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের আদর্শ— উক্তিটি যথার্থ।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। ইতিহাসের পাতায় লেখা তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর পরাধীন মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জোগায়। তাঁর সাহসী চেতনা সবার জন্য অনুসরণীয়।

উদ্দীপকে স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বলা হয়েছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বেই বাংলার মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এদিকে আলোচ্য কবিতায় বলা হয়েছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা নূরলদীনের কথা। মুক্তিকামী মানুষের অধিকার চেতনায় তিনি ছিলেন ভাস্বর।

পাঠ্য কবিতার নূরলদীন ও উদ্দীপকের বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে একই আদর্শে উজ্জীবিত। দুজনেই পরাধীন মানুষকে শোষণমুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মানুষের চোখে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নূরলদীন ব্রিটিশদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। আর বঙ্গাবন্ধু পাকিস্তানি অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন। স্থান, কাল ও শত্রুপক্ষ ভিন্ন হলেও নূরলদীন ও বঙ্গাবন্ধু উভয়েই অধিকার আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রামী হতে ও লড়াই করতে শিখিয়েছেন। তাই বলা যায়, প্রগোস্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন-২০ মানুষ বেঁচে থাকে আশা নিয়ে, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে। সেই বেঁচে থাকার সর্বশেষ অবলম্বনটুকু যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, উৎপীড়ন যখন দুর্দমনীয় হয়ে উঠে, অসত্যের বর্বর লোভ যখন সমগ্র গ্রাস করতে উদ্যত হয়; তখন বুধে দাঁড়াতে হয়, বুধে না দাঁড়িয়ে আর কোনো উপায় থাকে না। [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পাবতীপুর, দিনাজপুর। প্রশ্ন নম্বর-৬/]

- ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায়? ১
খ. 'কালঘুম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. কবিতার বিষয়বস্তু ও উদ্দীপক কীভাবে তুল্য— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'নূরলদীনের জেগে ওঠা এবং উদ্দীপকের বুথে দাঁড়ানোর কারণ একই প্রেরণাজাত'— আলোচনা করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. নূরলদীনের বাড়ি রংপুর।

খ. বাঙালি জাতির চরম দুঃসময়ে বাংলার কৃষকদের অসচেতনতাকে কবি 'কালঘুম' বলেছেন।

ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশের মেহনতি ও খেটে খাওয়া মানুষের ছিল চরম দুর্দশা আর হতাশা। ইংরেজরা নানাভাবে এদেশের কৃষকদের ওপর শোষণ, নির্যাতন, জুলুম, নিপীড়ন চালালেও বাংলার কৃষক সমাজ ছিল অসংগঠিত ও অসচেতন। আর তাই, কবি বাংলার কৃষকদের এই অসচেতনতাকে 'কালঘুম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ কৃষকেরা তাদের নিজের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সচেতন ছিল না বলে কবি এমন মন্তব্য করেছেন।

গ. অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুথে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার বিষয়ে কবিতার বিষয়বস্তু ও উদ্দীপকটি তুল্য।

কবিতায় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের বিভীষিকার কথা বলা হয়েছে। জাতির এই চরম দুঃসময়ে কবি স্মরণ করেন ১১৮৯ বঙ্গাব্দের এক প্রতিবাদী তরুণের কথা। যার নাম নূরলদীন। কবির শিল্পভাবনায় সে মূর্ত হয়ে ওঠে চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক রূপে। কবির মনে হয় নূরলদীনের আত্মানে দেশের অত্যাচারিত জনসাধারণ জেগে উঠবে। তারা শক্ত হাতে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে।

উদ্দীপকে গদ্যের আকারে এই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। মানুষের সর্বশেষ অবলম্বনটুকু যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের বুথে দাঁড়াতে হয়। কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদই পারে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে। কবিতা ও উদ্দীপকে এই বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে দুটি ভিন্ন অঙ্গিকে। উভয়ক্ষেত্রেই অন্যায়ের সাথে আপোস না করে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

ঘ. নূরলদীনের জেগে ওঠা এবং উদ্দীপকের বুথে দাঁড়ানো উভয়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা দেয়।

কবিতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়াবহতার কথা মনে করে কবি আত্মহীন করেন এক যুবককে। যে যুবক অনেকদিন আগে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছিল। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে রংপুরে বিদ্রোহের সময় নূরলদীনের ডাকে সাড়া দিয়ে সংগ্রামে নেমেছিল সাধারণ মানুষ। কবির ভাবনায় এই নূরলদীন এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক। দেশের দুঃসময়ে নূরলদীনের মত প্রতিবাদীই পারে মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিতে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সেখানেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। যখন মানুষের জীবনে অত্যাচারীর প্রকোপ দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, বর্বরতা অতিক্রম করে সব সীমা, তখন বুথে দাঁড়াতে হয়। তখন বুথে দাঁড়ানোই একমাত্র সমাধান। বুথে দাঁড়ালেই অত্যাচারীদের দমন করা সম্ভব। উদ্দীপকে এমন কথাই বলা হয়েছে। উদ্দীপকে আত্মহীন করা হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপক ও কবিতায় একই বিষয়ের প্রেরণা জোগানো হয়েছে। কবিতায় নূরলদীনের জেগে ওঠার মাধ্যমে কবি আত্মহীন করেন সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। অপরদিকে উদ্দীপকেও গদ্যের আকারে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বুথে দাঁড়ানোর কথাই বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, নূরলদীনের জেগে ওঠা এবং উদ্দীপকের বুথে দাঁড়ানোর কারণ একই প্রেরণাজাত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণাই উপস্থাপন করা হয়েছে এই দুই ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন ২১. অমাবশ্যা এলেই পরাণ চাষিকে খুব মনে পড়ে।

সেইদিন সেই নীলবিদ্রোহ আর ফোভানলে

হাতে লাঠি ছিল তার, কিছু জনবল

পাহাড় সমান সাহস আর অগ্নিদ্রোহ নিয়ে

যখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

[সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা। প্রশ্ন নম্বর-৭/]

- ক. দীর্ঘ দেহ নিয়ে মরা আঙিনায় কে আসে? ১
খ. ১১৮৯ বঙ্গাব্দ বিখ্যাত কেন? ২
গ. উদ্দীপকের প্রতিফলিত চেতনার সাথে কবির চেতনার মিল কোথায়? ৩
ঘ. 'পরাণ মাঝি এবং নূরলদীন সমকালীন ভাবনার সার্থক নায়ক'— আলোচনা করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. দীর্ঘ দেহ নিয়ে মরা আঙিনায় আসে নূরলদীন।

খ. নূরলদীন বিদ্রোহ করেছিল বলেই ১১৮৯ বঙ্গাব্দ বিখ্যাত।

নূরলদীন একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে নূরলদীনের ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল। তৎকালে সাধারণ মানুষ সামন্তবাদের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। নূরলদীন তখন মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। জানা যায়, রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে তিনি সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ১১৮৯ বঙ্গাব্দে।

গ. অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের চেতনার সাথে কবির চেতনার মিল রয়েছে।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন সাধারণ মানুষের কাছে এক সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। ১৭৮২ সালে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আত্মহীন জানান। তাঁর সংগ্রামী আত্মানে সেদিন সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছিল। এ কারণে নূরলদীন সকল স্বাধিকার আন্দোলনে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে পরাণ চাষির দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে। নীলকররা যখন বাঙালির ওপর নিপীড়ন নিষ্পেষণ চালিয়েছিল তখন পরাণ চাষি গর্জে উঠেছিল। কিছু মানুষকে সংগঠিত করে নিজে হাতের লাঠি নিয়েই অসীম সাহসে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়ও নূরলদীন একইভাবে দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। সময়ের সাহসী সৈনিকেরাই কেবলমাত্র নিজেদেরকে সংগ্রামে অবতীর্ণ করতে পারে। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের চেতনার সাথে কবির চেতনায় মিল রয়েছে।

ঘ. পরাণ মাঝি এবং নূরলদীন সমকালীন ভাবনার সার্থক নায়ক— মন্তব্যটি বিদ্রোহী মনোভাবের দিক থেকে যথার্থ।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন এক সংগ্রামী চেতনার প্রতীক। নূরলদীন যুগে যুগে স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। নূরলদীনের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড পরাধীন মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেদিন সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৭৮২ সালে বীর সংগ্রামী কৃষকনেতা নূরলদীন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। তার যোগ্য নেতৃত্বে ১১৮৯ বঙ্গাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ— সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আলোচ্য উদ্দীপকে পরাণ চাষি এক সংগ্রামী চরিত্র। নীলকরদের অত্যাচারে যখন বাংলার কৃষককুল জর্জরিত ছিল। মানুষের জীবন যখন ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল তখন পরাণ চাষির মনে দাবুণ ফোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে তিনি কিছুলোক সংগঠিত করে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হাতের লাঠি নিয়েই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর মোকাবেলায়।

উদ্দীপক এবং 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা বিশ্লেষণ করলে পাই, পরাণ চাষি এবং নূরলদীন উভয়েই ছিলেন সময়ের সাহসী সৈনিক। মৃত্যুর পরোয়া না করে তারা শত্রুর মোকাবিলা করেছেন অসীম সাহসিকতায়। সময়কে ধারণ করে তারা হয়েছিলেন দেশের সূর্যসন্তান, বীর নায়ক। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ২২ “সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।” সেদিন রেসকোর্স ময়দানে সৃষ্টি হয়েছিল জনসমুদ্র। সমবেত লাখে জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা নির্ঘোষ কণ্ঠের অনন্য ভাষণ। এই ভাষণটিই বদলে দিয়েছিল বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস। আমরা পেয়েছি প্রিয় স্বাধীনতা, স্বাধীন বাংলাদেশ।

[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. কবির দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে কবিরই দেশে। ১
খ. ‘যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়।’— চরণটি বুঝিয়ে দাও। ২
গ. উদ্দীপকে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার যে চেতনা ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো। ৩
ঘ. ‘ইতিহাসের কিছু ঘটনা, বক্তব্য জাতির জীবনের অপরায়ে চেতনা’— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কবির দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে কবিরই দেশে।

খ দেশে তোষামোদকারীদের সংখ্যা বেড়ে গেলে কবির নূরলদীনের কথা মনে পড়ে।

সব মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা সমান হয় না। কিছু মানুষ সর্বদা নিজের স্বার্থের জন্য ঘোরে। এ জন্য তারা দালালি করে দেশের ক্ষতি করতেও পিছপা হয় না। আলখাল্লাপরা এসব মানুষ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রতিবাদী নূরলদীনের কথা স্মরণ করে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার মুক্তি সংগ্রামের চেতনা ফুটে উঠেছে।

নূরলদীন ঐতিহাসিক চরিত্র। রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে নূরলদীন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে এমন অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য সমগ্র জনতাকে জেগে উঠতে বলে।

উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুও মুক্তি সংগ্রামের জন্য মানুষকে জেগে উঠতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। জনসমুদ্রে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে মূলত বাঙালির মুক্তির চেতনা ফুটে উঠেছে। মুক্তিপাগল বাঙালি তার এ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। উদ্দীপকে অবহেলিত বাঙালির মুক্তির চেতনাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ঠিক এভাবেই কবিতায় নূরলদীন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষকে মুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই উদ্দীপকটি হলো আলোচ্য কবিতার মুক্তি চেতনার প্রতিবূ।

ঘ ইতিহাসের কিছু প্রেরণাদায়ী ঘটনা বা বক্তব্য জাতীয় জীবনে মানুষকে অপরায়ে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

অবহেলিত মানুষের কথা বলতে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। নূরলদীন ছিল সাহসী কৃষক নেতা। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিকদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিবাসী নূরলদীনের জাগরণের ডাক ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকেও ইতিহাসের এ ধরনের একটি ঘটনাই তুলে ধরা হয়েছে। সাত কোটি মানুষকে হৈরশাসকরা দাবিয়ে রাখতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করে ভাষণ দেন। এ ভাষণের ঘটনাটিই বাঙালির জীবনে প্রতিবাদের জ্বালানি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। তার আহ্বানের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার মানুষ মাতৃভূমিকে মুক্ত করেছিল। ইতিহাসের এ ঘটনাটি বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অপরায়ে চেতনার প্রকাশ। এভাবেই নূরলদীনের আহ্বানে রংপুর-দিনাজপুরের অবহেলিত মানুষ মুক্তিলাভের অপরায়ে চেতনা লাভ করেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো না কোনো ঘটনা, বক্তব্য ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। অপরায়ে চেতনা জোগায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা থেকে মুক্তির প্রেরণা লাভ করে। একটি গণজাগরণের ডাক দিয়ে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় এ ধরনের চেতনাই তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ২৩ বাংলার আপদে আজ লক্ষ কোটি বীরসেনা

ঘরে ও বাইরে হাঁকে রণধ্বনি, একটি শপথে

আজ হয়ে যায় শৌর্য ও বীর পীথার মহান

সৈনিক, যেন সূর্যসেন, যেন স্পার্টাকাস স্বয়ং সবাই।

[দক্ষিণ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ কোন ধরনের রচনা? ১
খ. ‘যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সবার সূর্যসেন ও স্পার্টাকাস হওয়ার ব্যাপারটি ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার যে দিকটির সাথে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ একটি কাব্যনাটক।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর চূড়ান্ত।

গ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণের জেগে ওঠার দিকটি উদ্দীপকে ও ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে।

কৃষক নেতা নূরলদীন ১১৮৯ বঙ্গাব্দে ব্রিটিশ ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে এ দেশের কৃষকদের বিদ্রোহ করতে আহ্বান করেছিলেন। নূরলদীনের ডাকে মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দিয়েছিল সকল অন্যায়। আজও জাতীয় সংকটে দেশবাসী তার মতো মহান বীরের ডাকে উজ্জীবিত হয়ে অন্যায় প্রতিরোধে জেগে ওঠে।

উদ্দীপকে বাংলার জনগণের দীপ্ত প্রত্যয় জেগে ওঠার দিক ব্যক্ত হয়েছে। যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে বাঙালি জনগণ জেগে ওঠে, সবারই তখন একটিই মূলমন্ত্র অন্যায়কে প্রতিহত করা। শৌর্য-বীর্যে সবাই তখন এক হয়ে যায়। সূর্যসেন, স্পার্টাকাস ভেবে নিজেদের দীক্ষিত করে অন্যায়ের প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করতে। আলোচ্য কবিতায় কবি বলেছেন, ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে অংশগ্রহণ করে সমকালীন সকল আন্দোলন-সংগ্রামে। আর তাতেই ভেসে যাবে সমস্ত অন্যায়। নূরলদীনের প্রতিবাদী চেতনা উদ্দীপকের প্রতিবাদী জনগণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে সবার সূর্যসেন ও স্পার্টাকাস হওয়ার ব্যাপারটি ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার দিকটির সাথে সম্পর্কিত।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে নানাভাবে অশুভ শক্তির কাছে নির্যাতিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। আবার সেই শক্তির মোকাবেলার জন্য কালে কালে বহু বিপ্লবী এগিয়ে এসেছেন এসব নির্যাতিত মানুষের পাশে। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নির্যাতিত মানুষ ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শত্রুর বিরুদ্ধে। আলোচ্য কবিতার নূরলদীন তেমনই একই বিপ্লবীর নাম।

উদ্দীপকে মানুষের প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ করে, তখন হয়তো অনেক রক্ত ঝরে অকালে প্রাণ দিতে হয় অনেককে। অন্যায়ের প্রতিবাদে মানুষের মাঝে তখন প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হয়। অপশক্তিকে বুখে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ বীরসেনানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রতিবাদী চেতনার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যায় আমজনতা।

‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কবি ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনের চেতনাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবির শিল্প-ভাবনায় নূরলদীন ক্রমান্বয়ে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী মানুষের ভিড়ে অংশগ্রহণ করে সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন সাধারণ কৃষক।

কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ তাকে নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে উজ্জীবিত করেছে। উদ্দীপকের সাধারণ মানুষও দেশমাতৃকার সংকটকালে নেতার ভূমিকা গ্রহণ করে। ঘরে ও বাইরে একই সাথে তারা উজ্জীবিত হয়ে যায়। এক একজন হয়ে যায় যেন সূর্যসেন, যেন স্পার্টাকাস। তাদের একটাই দাবি, অন্যায়কে বুধে দেওয়া। উদ্দীপকের এ দিকটিই 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাথে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ২৪ মানুষের উদ্বোধনে অবিশ্বাসী হয়ো না মানুষ
মানুষের উজ্জীবনে আস্থাহীন হয়ো না সারথী
আবার আসবে সেই সময়ের বাক
আবার আসবে সেই জাগরণী ধবল প্রহর
ইতিহাসের প্রসতি বৃন্দ করে শক্তি আছে কার
মানুষের অগ্রযাত্রা বন্ধ করে শক্তি আছে কার।
মানুষ জাগবে ঠিক
পুনরায় জাগবে মানুষ। [‘মানুষ জাগবে ফের’ আনিসুল হক]

[নোয়াখালী সরকারি কলেজ] প্রশ্ন নম্বর-৬/

- ক. কত বক্তৃত্তে নূরলদীন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল? ১
খ. 'পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়'— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় চেতনাগত সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ১১৮৯ বক্তৃত্তে নূরলদীন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের জেগে ওঠার আহ্বানের চেতনাগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় প্রতিবাদী মানুষের জেগে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। শোষণ, বঞ্চনা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হলে সফলতা আসে— এ চেতনাই কবিতাটিতে প্রতিভাত হয়েছে। উদ্দীপকেও আলোচ্য কবিতার এই চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে মানুষের উদ্বোধনে আশার সঞ্চার কল্পনা করা হয়েছে। কারণ জনতা জেগে উঠলে মানুষের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। ইতিহাস থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে যখনই জনতা অধিকার আদায়ে মাঠে নেমেছে, তখনই সকল অন্ধকার কেটে আলোর মশাল জ্বলেছে। তাই জনতার জাগরণে অবিশ্বাসী ও আস্থাহীন হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং মানুষের জেগে ওঠার প্রেরণাই মুক্তির মূলমন্ত্র। উদ্দীপকটির এই ভাষ্য 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার কবিও বাংলার জনতাকে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ১৭৮২ সালের কৃষক আন্দোলনের নেতা নূরলদীনের মতো সবাইকে প্রতিবাদী হতে কবি উৎসাহিত করেছেন। কবি মনে করেন, অভাগা মানুষ পাহাড়ি ঢলের মতো জেগে উঠলে সকল অন্যায় ভেসে যাবে। উদ্দীপকটিও কবিতার এই জেগে ওঠার চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকটি 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার মানুষের জেগে ওঠার চেতনা ধারণা করলেও সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করেনি।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় বাঙালির প্রতিবাদী ঐতিহ্য, সাহস, বঞ্চনা ও সংগ্রামের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী নূরলদীনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে সে ভাবগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছে। উদ্দীপকটি কবিতার এই ভাবের সম্পূর্ণতা ধারণ করতে পারেনি।

উদ্দীপকে কেবলমাত্র মানুষের জেগে ওঠার সার্থকতা তুলে ধরা হয়েছে। জনতার জাগরণে আশার সঞ্চার সৃষ্টি করা প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এতে কেউ যাতে অবিশ্বাসী ও আস্থাহীন না হয় সে বিষয়টিতেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। কারণ মানুষ জেগে উঠলে সকল অন্যায় ও প্রবঞ্চনা দূরীভূত হয়। ইতিহাস সেই অমোঘ স্বাক্ষরই প্রদান করে। তাই জেগে ওঠাই সময়ের অনিবার্য দাবি।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি বাঙালির অদম্য সাহসিকতা, প্রতিবাদী চেতনা, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী ভাবের আকর হিসেবে পরিগণিত। যুগ যুগ ধরে সকল বঞ্চনা আর জুলুমের বিরুদ্ধে এ জাতি ছিল সোচ্চার ও প্রতিবাদমুখর। যখন কোনো স্বৈরশাসক দমাতে চেয়েছে এ জাতিকে তখনই কোনো সাহসী নেতৃত্ব জাতিকে সাহস জুগিয়ে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছে। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষক নেতা নূরলদীন তেমনি একজন। যিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আলোচ্য কবিতার কবি নূরলদীনের সে সাহসিকতাকে বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কবি নূরলদীনকে সে সময় মনে করেন যখন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাতে বাংলা মৃত্যুপুরীতে বৃষ নেয়, যখন শকুনের তীক্ষ্ণ ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয় গোটা দেশ। ইতিহাসের এই প্রতিবাদীর ডাকে মানুষ সেদিন যেভাবে জেগেছিল সেভাবে সবাইকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান কবি। নূরলদীনকে কবি তাঁর শিল্পভাবনায় চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। এর মধ্য দিয়ে কবি বাঙালি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। আলোচ্য কবিতার এই ভাবের দ্যোতনা উদ্দীপকটিতে সম্পূর্ণ স্থান পায়নি।

প্রশ্ন ২৫ বর্গি এল খাজনা নিতে

মারল মানুষ কত

পুড়ল শহর পুড়ল শ্যামল

গ্রাম যে শত শত

হানাদারদের সঙ্গে জোরে লড়ে মুক্তিসেনা

তাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, বুলনা] প্রশ্ন নম্বর-৭/

- ক. অতীত কোথায় হানা দেয়? ১
খ. 'অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়'— কেন? ২
গ. উদ্দীপকের বর্গিরা 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কাদের প্রতীক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের মুক্তিসেনা এবং আলোচ্য কবিতার নূরলদীনের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণার উৎস'— মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. অতীত হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরজায়।

খ. 'অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়'— কারণ দরজায় বিপদ এসে কড়া নাড়ছে, যার সাথে অতীতের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

একই রকম কোনো ঘটনা যদি দুই বা ততোধিকবার মানুষের জীবনে ঘটে, তখন অতীতের একই ঘটনা স্মৃতি হিসেবে হাজির হয়। এ স্মৃতিতে মিলে থাকে শিক্ষা, যার আলোকে মানুষ বর্তমানের মোকাবিলা করে। আলোচ্য লাইন দ্বারা অতীতের নূরলদীনের কথা স্মৃতি হিসেবে মনের বন্ধ দরজায় হানা দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কারণ সে সময়ের মতো আজও দুঃসময় এসে হাজির হয়েছে বাঙালির জীবনে।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১৪(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১৪(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

বাংলা প্রথম পত্র

নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক

৩১২. সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যের গঠনশৈলীর

ক্ষেত্রে কোন ভাবটি পোষণ করতেন? (জ্ঞান)

- ক) গবেষণা প্রবণ মনোভাব
খ) নিরীক্ষাপ্রিয় মনোভাব
গ) প্রতীক ধর্মী মনোভাব
ঘ) প্রচারধর্মী মনোভাব

খ

৩১৩. 'নূরুলদীনের সারাজীবন' কী ধরনের গ্রন্থ? (জ্ঞান)

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা]

- ক) গল্পগ্রন্থ
খ) কাব্যনাটক
গ) উপন্যাস
ঘ) কাব্যগ্রন্থ

খ

৩১৪. 'জাগো, বাহে, কোনটে সবায়'— এটি কোন

এলাকার আঞ্চলিক ভাষা? (জ্ঞান) [উদয়ন উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক) যশোর
খ) নোয়াখালি
গ) চট্টগ্রাম
ঘ) রংপুর

খ

৩১৫. 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কোন

ধরনের মানুষ আবার জেগে ওঠে নূরুলদীনের আশায়? (জ্ঞান) [বিনাইসম সরকারি নুরুলদীনের মহিলা কলেজ]

- ক) হতাশাবাদী
খ) আশাবাদী
গ) অভাগা
ঘ) নিষ্কপষিত

গ

৩১৬. তিতুমীর এক ঐতিহাসিক চরিত্র। তিতুমীরের

সঙ্গে তোমার পঠিত 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে কার? (প্রয়োগ)

- ক) নূরুলদীনের
খ) কবির
গ) কৃষকের
ঘ) শোষকের

ক

৩১৭. 'মাগো ওরা বলে

সবার মুখের ভাষা কেড়ে নেবে।'— উক্ত কবিতাংশের সঙ্গে 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ কোনটি? (প্রয়োগ)

- ক) নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
খ) যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়
গ) যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়
ঘ) যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়

ঘ

৩১৮. 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়

দালাল বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন) [সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা]

- ক) রাজাকারদের
খ) শকুনকে
গ) নূরুলদীনকে
ঘ) রংপুরের মানুষকে

ক

৩১৯. 'যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালের

আলখান্নায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, যুলনা]

- ক) দেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে
খ) দেশের ভিতর গুপ্তচরকে
গ) দেশের সাধারণ মানুষকে
ঘ) দেশের মুক্তিকামী মানুষকে

ক

৩২০. 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায়

অভাগা মানুষ জেগে ওঠে কীসের আশায়? (জ্ঞান) [স্বাচ্ছন্দ্য সরকারি কলেজ, জালালাবাদ ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

- ক) সংগ্রামের আশায়
খ) মিছিলের খবরের আশায়
গ) প্রতিবাদী হবার আশায়
ঘ) নূরুলদীনের প্রত্যাবর্তনের আশায়

ঘ

৩২১. 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি

কীসের প্রস্তাবনাংশ? (জ্ঞান) [ড. মাহবুবুর রহমান মোদা কলেজ, ঢাকা]

- ক) কাব্যের
খ) কাব্য নাটকের
গ) গল্পের
ঘ) সমালোচনার

খ

৩২২. নূরুলদীন চরিত্রটি কোন অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে?

(অনুধাবন) [সাতক্ষিরা সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) চেতনা
খ) নেতা
গ) লক্ষ্য
ঘ) অহংকার

ক

৩২৩. কবি নূরুলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য

নৈপুণ্যে কীসের সাথে মিশিয়েছেন? (জ্ঞান) [সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা]

- ক) ভাষা আন্দোলনের সাথে
খ) গণঅভ্যুত্থানের সাথে
গ) মুক্তিযুদ্ধের সাথে
ঘ) স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সাথে

গ